ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক নাগরিক প্রত্যাশার সনদ

প্রেক্ষাপট

সংসদীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের। জাতীয় সংসদে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন যত বেশি ঘটবে অংশগ্রহণমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তত অগ্রগতি সম্ভব হবে।

জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কেমন গুণাবলীর অধিকারী হবেন, সংসদ ও সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কেমন হবে, সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর - এ সময়ে জনগণের প্রত্যাশার ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে, যার ওপর ভিত্তি করে জনগণের প্রত্যাশার এই সনদটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সনদ তৈরিতে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সম্পৃক্ততা ও অভিমতের প্রতিফলন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ভোটারদের মধ্যে একটি জরিপ করা হয়, একই সাথে মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার প্রতিবেদন ও নাগরিক প্রত্যাশার খসড়া সনদটি ২০০৮ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকায় একটি সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষ করে নির্বাচন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের বিবেচনার জন্য জনগণের প্রত্যাশার এই সনদটি উপস্থাপন করা হলো।

(সনদসহ গবেষণা প্রতিবেদনটি পড়তে দেখুন টিআইবি'র ওয়েবসাইট www.ti-bangladesh.org)

ভূমিকা

ক. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হলে তা সংবিধানের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও অঙ্গীকারের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা যায়।

খ. সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ, মতামত ও স্বার্থ প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

গ. জাতীয় সংসদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। সরকারি ও বিরোধী দলের সম্মিলিত পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণের ওপর গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ যেমন নির্ভরশীল তেমনি সংসদে তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতি সংসদের কার্যকারিতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। সংসদে নিয়মিত উপস্থিতি, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা, আইন প্রণয়ন ও সংশোধন এবং স্থায়ী কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা জনগণের সার্বভৌমত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

ঘ. সরকারের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সংসদ পরিচালনা ব্যয়, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা জনগণ প্রদত্ত করের অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়। তাই জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের সার্বিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

সরকারের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সংসদ পরিচালনা ব্যয়, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা জনগণ প্রদত্ত করের অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়। তাই জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের সার্বিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

ঙ. সংসদ জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং সংসদ সদস্যদের সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের কিছু প্রত্যাশা রয়েছে যা এই সনদে উপস্থাপন করা হলো।

সংসদ সদস্যের যোগ্যতা

১. জনগণ এমন সংসদ সদস্য দেখতে চায় যাঁর নিচের গুণাবলী থাকতে হবে:

- সৎ – সততা, মানবিকতা ও অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন।
- জনসম্পৃক্ত – সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আসনের জনসাধারণের সাথে পরিচিত এবং জনকল্যাণে নিবেদিত।
- স্বাধীনতার চেতনার ধারক – দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।
- অসাম্প্রদায়িক – নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।
- মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন – বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক।
- রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন – তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
- সুশিক্ষিত – এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রত্যাশিত হলেও তা পূর্বশর্ত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য মানবিক গুণাবলী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত ও কালো টাকার মালিক, বিল ও ঋণ খেলাপি, সমাজবিরোধী, অপরাধী, ভূমিদস্যু ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধীদের সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চায় না।

২. জনগণ সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চায় না:

- দুর্নীতিগ্রস্ত ও কালো টাকার মালিক – নানাবিধ অবৈধ পন্থায় বা কর ফাঁকি দিয়ে অর্জিত অর্থের মালিক।
- বিল ও ঋণ খেলাপি – সরকারি সেবা খাতের বিল ও ব্যাংক থেকে উত্তোলিত ঋণের অর্থ পরিশোধ করে না।
- সন্ত্রাসী – সমাজবিরোধী, অপরাধী, ভূমিদস্যু ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত।
- যুদ্ধাপরাধী – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর চেতনাবিরোধী।

৩. জনগণ আরও প্রত্যাশা করে সংসদ সদস্যরা জন-প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের অবস্থান অপব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবেন না।

সংসদ ও সংসদ সদস্য সম্পর্কিত তথ্যে জনগণের অধিকার

৪. সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং সংসদের ভেতরে ও বাইরে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের জানার অধিকার রয়েছে।

৫. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগণের ভোটাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে:

- শিক্ষাগত যোগ্যতা;
- প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা;
- অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল;
- প্রার্থীর পেশা;
- প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ);
- প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা;

> - **জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগণের ভোটাধিকারের অন্তর্ভুক্ত।**
> - **নির্বাচন হওয়ার পর সংসদ সদস্যদের বছর-ভিত্তিক হালনাগাদকৃত আর্থিক সুবিধা ও সংসদীয় ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে।**

- ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে, যৌথভাবে বা তার কোন নির্ভরশীল ঋণ নিয়ে থাকলে তার বর্ণনা ও পরিমাণ, অথবা ব্যাংক থেকে এমন কোম্পানির নেওয়া ঋণের পরিমাণ যে কোম্পানির তিনি সভাপতি বা পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক;
- অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রার্থীর ভূমিকা;
- প্রার্থী প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ;
- নির্বাচনী প্রচারণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের উৎস ও পরিমাণ; এবং
- নির্বাচনী প্রচারণার খাতসমূহ এবং সে অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ।

৬. নির্বাচন হওয়ার পর সংসদ সদস্যদের বছর-ভিত্তিক হালনাগাদকৃত আর্থিক সুবিধা ও সংসদীয় ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে:

- প্রাপ্ত বরাদ্দ;
- বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ;
- প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধা;
- সংসদে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ধরন;
- আইন প্রণয়নে ভূমিকা;
- সংসদীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ;

- সম্পদ ও আয়করের হিসাব;
- নিজের ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদের হিসাব;
- সরকারি সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে বকেয়া বিল; এবং
- বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ ও তার বর্তমান অবস্থা।

৭. জনগণ প্রত্যাশা করে নির্বাচনে প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করবে এবং তা জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে। কোনো প্রার্থীর দেওয়া তথ্যে ভুল-ত্রুটি পেলে প্রার্থিতা বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮. জনগণ আরও প্রত্যাশা করে সংসদ সদস্যরা নিজ ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হালনাগাদকৃত আর্থিক তথ্য প্রতি বছর সংসদে জমা দেবেন। সংসদ তা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যাচাই-বাছাই করে ওয়েবসাইটে বা বুকলেট আকারে জনগণের জন্য প্রকাশ করবে।

৯. জনগণ প্রত্যাশা করে সংসদের সম্পূর্ণ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করা হবে এবং সংসদ অধিবেশনে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার থাকবে।

১০. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা, সংসদ অধিবেশন এবং সংসদীয় অন্য সকল কার্যক্রমের বিবরণী বুলেটিন আকারে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বাদে সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

১১. জনগণ প্রত্যাশা করে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সকল দল ও নির্বাচিত প্রতিনিধি অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্যের অধিকার বাস্তবায়ন করবে।

১২. রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়কৃত অর্থের উৎস ও ব্যয়ের খাতসহ অন্যান্য সকল আর্থিক তথ্য জনগণ জানতে চায়। জনগণ প্রত্যাশা করে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ করে সুষ্ঠু নির্বাচন ও পরবর্তীতে দেশে গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রাখবে।

সংসদ সদস্যের ভূমিকা

১৩. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। এর মাধ্যমেই স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। রাজনৈতিক দল ও সংসদ সদস্যরা নিশ্চিত করবেন তাঁরা যেন স্থানীয় উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করেন। বিশেষ করে তাঁরা রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকবেন। তবে তাঁরা অবশ্যই দিক নির্দেশনা ও নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে বিশেষ করে এলাকার উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

জনগণের প্রত্যাশা, সংসদ সদস্যরা জনগণের কাছে আদর্শ ও নৈতিকতার প্রতীক হবেন। তাঁদের নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করার জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে, যার ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্য সংসদের ভেতরে এবং বাইরে ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করবেন।

১৪. জনগণ প্রত্যাশা করে যে, একজন সংসদ সদস্যের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে স্থানীয় সরকার ও নিজ কাজের এখতিয়ার সম্পর্কে জানা এবং এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জনগণকে অবহিত করা।

১৫. জনগণের প্রত্যাশা সংসদ সদস্যরা জনগণের কাছে আদর্শ ও নৈতিকতার প্রতীক হবেন। তাঁদের নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করার জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে, যার ভিত্তিতে একজন সংসদ সদস্য সংসদের ভেতরে এবং বাইরে ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করবেন। জনগণ আরও আশা করে যে সংসদ সদস্যদের আচরণ

সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি সংসদীয় নৈতিকতা কমিটি কাজ করবে যাঁরা সংসদ সদস্যদের নৈতিক আচরণ বিধি লঙ্ঘনজনিত ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

১৬. জনগণ প্রত্যাশা করে সংসদ সদস্যরা যৌক্তিক কারণ যেমন শারীরিক অসুস্থতা বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া ৩০ বৈঠক দিবসের বেশি সংসদে অনুপস্থিত থাকবেন না। এক্ষেত্রে সংবিধানের ৬৭ (১)(খ) অনুচ্ছেদের সংশোধনী করা হবে বলে তারা আশা করেন। একইভাবে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া সংসদে সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেতাদের অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। জনগণ আরও প্রত্যাশা করে প্রতি বছর শেষে প্রত্যেক সংসদ সদস্যের উপস্থিতির হার প্রকাশ করা হবে।

১৭. জনগণের প্রত্যাশা সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো সংসদ সদস্য সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করে থাকলে, তাঁর জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা আনুপাতিক হারে কর্তন করা হবে।

১৮. জনগণ প্রত্যাশা করে সংসদ সদস্যরা গণতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নয়ন ও জন-স্বার্থ পরিপন্থী যে কোনো উথাপিত বিলের বিরুদ্ধে চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরবেন। জনগণের অধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজনে দলীয় অবস্থানের বাইরে গিয়ে হলেও সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবেন, যেন জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। এজন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে দল-মত নির্বিশেষে সকলে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৯. জনগণের প্রত্যাশা দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারের পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীরা স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত ইশতেহার প্রকাশ করবেন, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে।

২০. কোনো নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না করেন তবে তাঁকে প্রত্যাহারের জন্য মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় নির্বাচন করার বিধান জনগণ প্রত্যাশা করে।

২১. একজন সংসদ সদস্যের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করার অধিকার রয়েছে জনগণের। সংসদ সদস্যের নিজ এলাকায় একটি অফিস ও প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা প্রয়োজন, যেখানে সংসদ অধিবেশন চলার সময় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া সব সময়ই সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

কার্যকর সংসদ

২২. বাংলাদেশের জনগণ একটি কার্যকর সংসদ চায়। তারা আরও আশা করে যে সংসদ একজন নিরপেক্ষ স্পিকার দ্বারা পরিচালিত হবে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখার নিদর্শনস্বরূপ স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তাঁর দল থেকে পদত্যাগ করবেন। এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে তাঁর আসন থেকে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।

২৩. জনগণ সংসদের ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে ডেপুটি স্পিকারের পদটি বিরোধী দল থেকে দেখতে চায়।

- **জনগণ প্রত্যাশা করে সংসদ সদস্যরা জনগণের অধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজনে দলীয় অবস্থানের বাইরে গিয়ে হলেও স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবেন, যেন জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে।**
- **সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো সংসদ সদস্য সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করে থাকলে, তাঁর জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা আনুপাতিক হারে কর্তন করা হবে।**

২৪. জনগণ আরও আশা করে সরকারি দল সংসদে বিরোধী দলের দায়িত্বপ্রসূত অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে, অন্যদিকে বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবে। সর্বোপরি সংসদকে কার্যকর করার স্বার্থে সকল সংসদ সদস্য সংসদীয় সকল কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

২৫. জনগণ সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠনসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জোর দাবি জানায়। তারা আরও দাবি করে স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার স্বার্থে কোনো মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য হবেন না, এবং সরকারি হিসাব কমিটিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ৫০ শতাংশের বেশি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হবে।

২৬. জনগণ সংসদ বর্জনের রাজনীতি দেখতে চায় না। তারা দৃঢ়ভাবে আশা করে সকল সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে তৎপর হবেন। সংসদ সদস্যরা প্রয়োজনে ওয়াক আউট করতে পারেন।

২৭. সংবিধানের সংশোধন বা জন-গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়ন করার আগে তার খসড়া গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সভা-সেমিনারে আলোচনার মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে জনগণ দাবি জানায়।

২৮. জনগণ সংসদের বাইরে এসে প্রতিবাদ করার তীব্র বিরোধিতা করে। জনগণের প্রত্যাশা সংসদের ভেতরেই দলগুলো আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করবে, তবে তারা হরতাল বা ধর্মঘটের গণতান্ত্রিক অধিকার সীমাবদ্ধ আঙ্গিকে, যেমন খাতওয়ারী ধর্মঘট চর্চা করবে। এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জান-মালের ক্ষতি এবং স্বাভাবিক দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হোক জনগণ তা দেখতে চায় না।

২৯. সংসদের আলোচনা শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ হবে। সংসদ সদস্যদের নিকট থেকে সংসদে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অযাচিত স্তুতি, অশালীন ভাষার ব্যবহারসহ অন্যান্য অসংসদীয় আচরণ জনগণ প্রত্যাশা করে না।

৩০. জনগণ প্রত্যাশা করে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩১. জনগণ প্রত্যাশা করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধীদের সম-অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংসদে এসব বিষয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি প্রস্তাবিত নতুন আইন বা পুরনো আইনের সংস্কার, তাদের স্বার্থ ও অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-পূর্বক যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

কোনো মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য হবেন না, এবং সরকারি হিসাব কমিটিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ৫০ শতাংশের বেশি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৩২. জনগণ আশা করে দেশের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পরমত সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার চর্চা করবে। তারা নিজ নিজ দলে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির চর্চা করবে এবং আত্মসমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলো ইতিবাচক কার্যক্রমের মাধ্যমে সুস্থ রাজনীতির সূতিকাগারে পরিণত হবে।

৩৩. রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের গঠনতন্ত্রের সংশোধনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করবে। সে মোতাবেক নিয়মিত সভা-সমাবেশ আয়োজন, বিভিন্ন কমিটির নেতৃত্ব নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন, অন্য দলের প্রতি সহিষ্ণুতা ইত্যাদি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করবে বলে জনগণ আশা করে।

৩৪. জাতীয় নির্বাচনে দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনয়নে দলের তৃণমূল পর্যায়ের কমিটির মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জোর দাবি করে। জনগণ আশা করে তৃণমূল পর্যায় থেকে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই সংশ্লিষ্ট দল জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে।

৩৫. জনগণের প্রত্যাশা প্রত্যেক দল স্ব স্ব দলীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারীকে নির্বাচিত করবে এবং জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নারীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেবে।

৩৬. জনগণ প্রত্যাশা করে রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধীদের বিষয় যথার্থভাবে তুলে ধরতে এবং দলীয় অবস্থান নির্দিষ্ট করতে দলের কমিটি ব্যবস্থায় এসব বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পদ তৈরি করবে।

বিবিধ

৩৭. জনগণের প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাজে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে, কোনো ব্যক্তি বা দল কোনো বিধিবিধান অমান্য করলে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি প্রয়োগে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। জনগণ আরও আশা করে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

৩৮. সংসদ সদস্যদের উদ্বোধনের রাজনীতি পরিহার করতে হবে। ক্ষমতায় থাকাকালীন নিজ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নের নামে উদ্বোধনের প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে।

৩৯. জনগণের প্রত্যাশা সংসদীয় ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা হবে। যাঁর কাছে সংসদীয় আচরণ বিধির লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ করলে তিনি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪০. সংসদ, সংসদ সদস্য, সরকার এবং রাজনৈতিক দল জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, আইন কমিশন, বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগকে রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রেখে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এটা সম্ভব হলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে এবং সংসদ সদস্যরাও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে জনগণের প্রত্যাশা।

- **জনগণ সংসদ বর্জনের রাজনীতি দেখতে চায় না।**
- **জনগণের প্রত্যাশা সংসদের ভেতরেই দলগুলো আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।**
- **বাংলাদেশের জনগণ একটি কার্যকর সংসদ চায়। তারা আরও আশা করে যে সংসদ একজন নিরপেক্ষ স্পিকার দ্বারা পরিচালিত হবে।**
- **জনগণের প্রত্যাশা সংসদীয় ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা হবে।**

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক নাগরিক প্রত্যাশার সনদ
প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৮

ISBN : 984-300-002758

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
প্রগ্রেস টাওয়ার, বাড়ি - ১, রোড - ২৩, গুলশান - ১, ঢাকা - ১২১২
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

দুর্নীতি থামান
...এখনই